যুগান্তর

3 JAN 2017

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষকের কক্ষ থেকে তুলে নিয়ে ভর্তিচ্ছুকে পেটাল ছাত্রলীগ

যশোর ব্যুরো

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু অন্তর দে শুভ নামের এক শিক্ষার্থীকে পিটিয়ে জখম করেছে ছাত্রলীগের কর্মীরা। সোমবার দুপুরে মৌখিক পরীক্ষা দেয়ার সময় হেলথ সায়েন্স অনুষদের ডিন ড. নাসিম রেজার কক্ষ থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করে তাকে পেটানো হয়। আহত শুভ যশোর পৌর ছাত্রলীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও যশোর শহরের ষষ্টীতলাপাড়ার রতন দে'র ছেলে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শামীম রেজা দাবি করেছেন, এ ঘটনায় ছাত্রলীগের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। আহত শুভর বাবা রতন দে ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ২

শিক্ষকের কক্ষ থেকে তুলে নিয়ে পেটাল

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

জানান, শুভ অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পান। আজ (সোমবার) ছিল তার মৌখিক পরীক্ষা। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শামীম হাসান তাকে হুমকি দিয়ে ভর্তি না হতে বলেছিলেন। তারপরও তিনি ভর্তি হতে গেলে তার ওপর এ হামলা চালানো হয়। তিনি আরও অভিযোগ করেন, তার ছেলের নিরাপত্তার বিষয়টি ভিসি ও অনুষদের ডিনকে জানানো হয়েছিল। নিরাপত্তা চাইতে যশোর কোতোয়ালি থানার ওসির কাছেও গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হল।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শুভর ওপর হামলার ঘটনার সময় সেখানে ছাত্রলীগের শহীদ মশিউর রহমান হল শাখার সভাপতি শান্তর গ্রুপের লোকজন উপস্থিত সাংবাদিকদের ঘিরে রাখে। ছবি ও ভিডিওচিত্র গ্রহণে বাধা দেয় তারা। শান্ত দাবি করেন, শুভ একজন ইয়াবা ব্যবসায়ী। তিনি ভর্তি হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ নষ্ট হবে।

আহত শুভ জানান, দলীয় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শামীম তাকে ভর্তি হতে দিতে চান না। অথচ ২০১৪ সালের ১৪ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ কর্মী নাজমুল ইসলাম রিয়াদ হত্যা মামলার আসামি হয়ে শামীম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার হন। এরপরও তিনি হলে থাকেন।

শুভ আরও জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মশিউর রহমান হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি শান্ত, সাধারণ সম্পাদক সাব্বির ও তানভিরের নেতৃত্বে তার ওপর হামলা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শামীম রেজা বলেন, 'আমরা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালেয়র একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে ব্যস্ত ছিলাম। শুনেছি বহিরাগত একটা ছেলে ক্যাম্পাসে এসে সাধারণ শিক্ষার্থীদের হুমকি দিয়েছিল। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র তাকে মারধর করেছে। এ ঘটনায় ছাত্রলীগের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই।'

কোতোয়ালি থানার ওসি ইলিয়াস হোসেন বলেন, 'শুনেছি শুভ নামের এক ছেলেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে মারধর করা হয়েছে। পরে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আহত শুভর বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় দুটির অধিক মামলা রয়েছে।'

ভিসি অধ্যাপক ড. আবদুস সাত্তার সাংবাদিকদের বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮ বছরের ইতিহাসে শিক্ষকের কক্ষে ঢুকে হামলার এমন ঘটনা ঘটেনি। কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রক্টর ড. মশিউর রহমানসহ শিক্ষকরা ওই পরীক্ষার্থীকে রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন। হামলা প্রতিহত করতে গিয়ে ৩-৪ জন শিক্ষক আহত হয়েছেন।

তিনি বলেন, তার বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগত কেউ নেই। এ ঘটনার পর ক্যাম্পাসে শিক্ষকরা তাদের জানমালের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। বিষয়টি লিখিতভাবে স্থানীয় প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানানো হবে।

২০১৪ সালে ১৪ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দলীয় প্রতিপক্ষের হাতে খুন হন ছাত্রলীগ কর্মী নাজমুল ইসলাম রিয়াদ। ওই ঘটনায় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি সুব্রত বিশ্বাস ও সাধারণ সম্পাদক শামীম হাসানসহ চারজনকে বহিষ্কার করে। অন্য দু'জন হলেন : পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের সে সময়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র তানভির ফয়সল ও শারীরিক বিজ্ঞান বিভাগের আজিজুল ইসলাম। শিক্ষার্থীরা জানান, তারা সবাই হল দখল করে বিশ্ববিদ্যালয়েই অবস্থান করেন। তাদের কাছে জিম্মি গোটা বিশ্ববিদ্যালয়।